সংবাদ

তারিখ ... 17 JAN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১১ ... কলাম ... ২ ...

সৈয়দ নজরুল সর. প্রা. বিদ্যালয়

অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত হলেও বাড়েনি শ্রেণীকক্ষ শিক্ষক

মোস্তফা কামাল, কিশোরগঞ্জ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির নামে তার নিজ ইউনিয়নে ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিস্তৃত এবং ঘণবসতিপূর্ণ এলাকা হবার কারণে এ বিদ্যালয়ে বরাবরই শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল আশপাশের অন্যান্য বিদ্যালয়ের চেয়ে অনেক বেশি। ফলে এখানে শ্রেণী সংকট ছিল প্রবল। এদিকে ২০১৩ সালে এটিকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত করার পর এখন শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে। ফলে শ্রেণী সংকট আরো তীব্র রূপ নিয়েছে। এর ওপর সূচনাকালীন হাফ বিল্ডিংটিতে গত বছর ১৫ এপ্রিলের ভূমিকম্পের ফলে ফাটল ধরেছে। স্যামান্য বৃষ্টি হলেই মেঝেতে জমে যায় থৈ থৈ পানি। অন্যদিকে শিক্ষক সংকট যেন মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হয়ে দেখা দিয়েছে। বিদ্যালয়ে বর্তমানে জনবল কাঠামো অনুসারে শিক্ষকের পদ রয়েছে দশটি। কিন্তু শিক্ষক আছেন সাতজন। ফলে সাতজন শিক্ষক সতটি ক্লাসে গেলে প্রাক প্রাথমিকসহ দুটি ক্লাসের জন্য কোন শিক্ষক থাকেন না। কাজেই বাংলাদেশের এরকম একজন মহান ব্যক্তিত্বের নামে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টিতে যাবতীয় সুযোগ সুবিধা প্রদান করা উচিত বলে সংশ্লিষ্ট মহল কনে করেন।

বৃহস্পতিবার বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা গেছে, মাঠে শিক্ষার্থীদের সমাবেশ বা এসেম্বলি হচ্ছে। জাতীয় সঙ্গীত দিয়ে সমাবেশ সমাপ্ত করা হয়। এ সময় বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ইমতিয়াজ সুলতান রাজন ও প্রধান শিক্ষক মো. মাহবুবুল আলমসহ সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা সমাবেশে অংশ নিয়ে জাতীয় সঙ্গীতে কণ্ঠ মেলান। সভাপতি ও প্রধান শিক্ষক জানান, প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ২০১৩ সালের ২৯ জানুয়ারি থেকে বিদ্যালয়টিকে ৮ম শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়। বর্তমনে বিদ্যালয়ে মোট ৮৮০ জন ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। এর মধ্যে প্রাইমারি পর্যায়ে রয়েছে ৬০৩ জন, আর ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত আছে ২৭৭ জন। গত বছর সেরা ফলাফলের জন্য বিদ্যালয়টি জেলার সেরা বিদ্যালয় হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। তারা জানান, সৈয়দ নজরুলের সন্তান জনপ্রশাসনমন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের সুপারিশের ভিত্তিতে চার বছর আগে বিদ্যালয়ের জন্য একটি চারতলা ভবনের প্রাক্কলন করা হলেও আজ পর্যন্ত আমাদের নতুন ভবনের মুখ দেখার সুযোগ হয়নি। অনেক কষ্টে এখানে শ্রেণী কার্যক্রম চালাতে হচ্ছে। বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে শিক্ষার্থীদের প্রচণ্ড কষ্ট করে গাদাগাদি করে বসতে হয়। অথচ শিক্ষক সংখ্যা বাড়িয়ে নতুন ভবন নির্মিত হলে আলাদা সেকশন চালু করা যেত। এতে শিক্ষার্থীরা যেমন স্বস্তিতে ক্লাস করতে পারত, পাঠদানও আরো ভাল হত।

এ ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. গোলাম মাওলাকে প্রশ্ন করলে জানান, ইতোমধ্যে একজন শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। কিছুদিন পর আরো একজন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হবে। তিনি জানান, বিদ্যালয়ে একটি নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে বেশিদিন হয়নি। এখনই নতুন করে আর ভবন বরাদ্দ দেবে না। তবে চেষ্টা করা হচ্ছে যেন স্বল্প সময়ের মধ্যেই নতুন একটি ভবন বরাদ্দ করানো যায়।